নব দিগন্ত

বুলেটিন
২

শঙ্কর গুহ নিয়োগী স্টাডি সেণ্টারের মুখপত্র

১ নভেম্বর, ১৯৯৪ Vol. No. 2

সম্পাদকীয় ঃ

‘চরৈ বেতি’

(এগিয়ে চলো)

নব দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলো। আরো জ্ঞান আরো উপলব্ধি চাই। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। অল্পেতে সন্তুষ্ট নই, আরো জানা, আরো বোঝার মধ্যেই আছে আনন্দের সন্ধান, সুখের অনুভূতি।

মানুষে মধ্যে জ্ঞানের পিপাসাই মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান, এতে ব্যক্তির নিজের আনন্দানুভূতি হতে পারে। কিন্তু তা মানব সমাজের কোনো কল্যাণে আসেনা। জ্ঞান যেমন আরো জ্ঞান লাভের দিকে মানুষকে ধাবিত করে, তেমনি তার মধ্যে নব নব সৃষ্টি সমাজকে এগিয়ে দেয়। আরো বহু মানুষের মধ্যে জ্ঞানলাভের তাগিদ সৃষ্টি করে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতিলাভ করায় সমাজের আরো বহু মানুষের আরো বেশী জ্ঞানলাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সুযোগের পরিধি অনেক বাড়ে।

শঙ্কর গুহ নিয়োগী স্টাডি সেণ্টার সমাজ পরিবর্তনাকাঙ্খী নতুন মানব শক্তিগুলোর জ্ঞানের সুযোগের সহায়ক হয়ে উঠতে আকাঙ্খা রাখে। সমাজের এরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে গভীর উপলব্ধি ও প্রেরণা নিয়ে আরো বহু মানুষ এগিয়ে না এলে স্টাডি সেণ্টারের এগিয়ে চলা হবে মন্থর।

এই স্টাডি সেণ্টার এক অভিনব ও নতুন ধরণের প্রতিষ্ঠান। মুক্ত চিন্তা আন্দোলনের পথিকৃৎ। মানব জাতির অগ্রগতির একটি পর্যায়ে গোষ্ঠী প্রধান, সামন্ত অধিপতি বা দেশের রাজা বা নবাবের কথাই ছিল শেষ কথা। এর বাইরে অন্য কিছু হতে পারে তা কেউ বিশেষ ভাবতো না। নির্বিচারে প্রধান, অধিপতি, রাজা বা নবাবের আদেশ মেনে নিতো। মানব জাতি তারপর অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। এই অগ্রসর হয়ে আসার পথে বহু মনিষীকে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য বহু নির্যাতন, এমনকি মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকারই ছিল না। মানব সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হলেও, আজও কিন্তু তার রেশ রয়ে গিয়েছে। স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে আজও নানা বাধা নিষেধ, অঙ্কুশ। সমাজের, ধর্মের, গোষ্ঠীর, পার্টির অনুশাসন। স্বাধীন চিন্তা কোরোনা। নিয়ম শৃঙ্খলার নামে চিন্তার দাস বানিয়ে রাখার জন্য নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনুশাসন। জ্ঞানকে, নীতিকে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রয়াশ। এই প্রয়াশ স্বার্থ সম্পন্ন প্রয়াশ।

॥ শঙ্কর গুহনিয়োগী ঃ বৈশিষ্ট্য, অবদান ও সীমাবদ্ধতা ॥

মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে 'real representative of the ancient proletariat'—স্পার্টাকাসের আত্মবলিদানের মাধ্যমে যে মহত্তম ধারার সূত্রপাত, শ্রেণী-বিভক্ত দুনিয়ায় আজও সে ধারা অব্যাহত। ভারত তথা দুনিয়া জুড়ে শত শত বছরে অসংখ্য মানুষের আত্মোৎসর্গে এই ধারা হয়েছে মহিমান্বিত। শুধু শ্রমিকদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা নয়, সমাজ বদলেরও স্বপ্ন বুকে নিয়ে যে-সকল মহৎ প্রাণ এই ধারাবাহিকতায় শহীদের মৃত্যুকে বরণ করেছেন, শঙ্কর (ধীরেশ) গুহ নিয়োগী ছিলেন তাঁদেরই একজন। ২৮ সেপ্টম্বর ১৯৯১, মালিকপক্ষের লোকেরা গুলি করে হত্যা করে তাঁকে ; মধ্যপ্রদেশের প্রধান শিল্পাঞ্চল ভিলাইতে।

নিয়োগী নিশ্চয়ই ভারতের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতা ছিলেন না ; কিন্তু কয়েক হাজার শ্রমিকের নেতা অবশ্যই ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে ব্যাপ্ত না-হলেও, একটি রাজ্যের কিছু অঞ্চলের মানুষের সাথে তাঁর ছিল গভীরতম আত্মিক যোগ। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের আন্দোলনের বৈচিত্রময় দীর্ঘ ইতিহাস গভীরভাবে অনুশীলনের সুযোগ তাঁর জীবনে না এলেও, "ছত্তিশগড়" অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যথেষ্ট স্বচ্ছ। আর তত্ত্বগত পড়াশুনা এবং এই নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে করতেই গড়ে উঠেছিল তাঁর মত, তাঁর তত্ত্ব। নিয়োগীর মত ও তত্ত্ব সম্পর্কে কোনও আলোচনার প্রবেশের আগে তাঁর কর্মকাণ্ড ও অভিজ্ঞতার এই নির্দিষ্টতা, এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও স্মরণে রাখা একান্ত জরুরী। অন্যথায়, তাঁর অবদান-মূল্যায়নের প্রয়াসেও অবিচারের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

নিয়োগীর যে কোনও দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বহু কথা বলা যায়। কিন্তু পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে, প্রতিটি বিষয়েই মাত্র দু'টি করে দিকের উল্লেখ করা হ'ল।

(২)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণ মানুষ যাঁদের শ্রমিক আন্দোলনের 'নেতা' হিসাবে দেখেন, তাঁদের বেশিরভাগই হলেন বাবু নেতা। পরিপাটি ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়, দামী সিগারেট বা চুরুট ছাড়া যাঁদের ভাবাই যায় না ; স্বাস্থ্যের কারণে, বড় পোনা মাছের টুকরো, বিদেশী কোম্পানীর টিনের দুধ ইত্যাদি ছাড়া যাঁদের চলে না ; সিস্টলিক প্রেসার যাঁদের ৭০ ছুঁলেই খেতে হয় পর্যাপ্ত মাংস, ৯০ ছুঁলেই নিতে হয় বিশ্রাম ! বলা বহুল্য, এসব রাজকীয় পরগাছা জীবনযাত্রার খরচ জোগান মূলত শ্রমিকশ্রেণী, অথচ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা এঁদের বহন করতে হয় না ! শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের 'হ্যাপা' থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে নেতা-সুলভ এবং গতানুগতিক বস্তাপচা জ্ঞান বিতরণেই এঁদের বেশিরভাগ অভ্যস্ত। পরিণতিতে, শ্রমিক ও শ্রমিকের নেতা—এই দুইয়ের মধ্যে বিরাজ করে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনা দু'দিক থেকেই শ্রমিকনেতা শঙ্কর গুহনিয়োগী ছিলেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। পরগাছা জীবনযাত্রার পরিবর্তে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন প্রচণ্ড কষ্টকর শ্রমিক জীবনকে। কখনও খনিতে পাথর ভাঙা শ্রমিক, কখনও গ্রামে কৃষি মজুর, কখনও জঙ্গলের শ্রমিক, কখনও হয়ত মাছধরা জেলে, আবার কখনও বা ছাগল চরানো—নানাভাবেই তিনি নিজের জীবিকা অর্জন করেছেন। পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আগত ধীরেশ আক্ষরিক অর্থেই একাত্ম হয়েছেন ছত্তিশগড়ের পশ্চাৎপদ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ; হয়ে উঠেছেন তাদের একান্ত আপন 'নিয়োগী ভাইয়া'। নেতার খোঁজে শ্রমিকদের কখনই যেতে হতনা কোনও শহরের বহুমূল্য অট্টালিকায় ; অথবা শ্বেতপাথরে শোভিত কোনও সুদর্শন পার্টি অফিসে ; কিম্বা পাঁচতারা হোটেলের বিলাসবহুল ভোজনকক্ষে। নেতা তাদেরই গ্রামের বাসিন্দা, চব্বিশ ঘণ্টা তাদের সুখদুঃখের সাথী, স্বামী-স্ত্রীর

নিজেদের মেহনতে গড়ে তোলা কুঁড়ে ঘরে যাঁর বাস। দিন-রাত যাঁর ঘরের দরজা শ্রমিকদের জন্য খোলা।

চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নিয়োগী উঠতে পেরেছিলেন গতানুগতিকার ঊর্দ্ধে। অমুক বইতে লেখা আছে, অতএব বাস্তব প্রয়োজনেও তার বাইরে কখনই যাওয়া যাবে না—এ ধরণের যান্ত্রিক মানসিকতায় তিনি আটকে থাকেননি। যে শ্রমিক-জলের মধ্যে শঙ্কর মাছ বেঁচেছিল, সেই শ্রমিকদের স্বার্থে যা বলা উচিত মনে করেছেন নির্দ্বিধায় বলেছেন, যেন কাজ করা সঠিক বিবেচনা করেছেন না বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিতে কখনও পিছপা হননি। ফলে তাঁর বহু কথা বহু কাজ আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণার সাথে খাপ খায় না। শঙ্কর গুহ নিয়োগী নিজেকে একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে ঘোষণা করলেও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত শিক্ষাবলীর সাথে তাঁর কর্মকাণ্ডের একটা দৃশ্যমান সংঘাত যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিয়োগী তা জানতেন না তা নয়। কিন্তু নিয়োগী কখনও আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় নেননি। এটা তাঁর এক মস্তগুণ। প্রচলিত চিন্তাকে 'ধর্মীয় নিদান'-এর মতো গ্রহণ না করে শ্রমিক স্বার্থে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাবার যে স্পর্ধা; শ্রমিকদের মধ্যে থেকে, শ্রমিকদের সাথে নিয়ে এবং শ্রমিকদের স্বার্থকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার যে সাহস—তা সকলের কাছেই শিক্ষনীয়।

নিয়োগীর বহু চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে এই দুটি বিশেষ গুণ ভারতবর্ষের মাটিতে বারংবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

(৩)

স্মরণীয় অবদান

আমার মনে হয় ছত্তিশগড় অঞ্চলের শ্রমিক নেতা 'নিয়োগীজী'র প্রধান অবদান—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামাজিকীকরণ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এতদিন ছিল শুধুই শ্রমিকদের আন্দোলন। প্রধানত মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল একমাত্র বা প্রধানত শুধু অর্থনৈতিক দরকষাকষির সংগঠন। সমাজের কোনও কোনও অংশের মানুষ এই সব আন্দোলনকে কখনও কখনও সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন, কখনও করেনি। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে শ্রমিক ছাড়াও শ্রমিক-পরিবারের সকলের পারিবারিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে, সমাজের সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক সামাজিক আন্দোলনেও পরিণত হওয়া সম্ভব, শঙ্কর গুহনিয়োগী তা হাতে/কলমে করে দেখিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইজ্জৎ ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয় সমূহ নিয়েও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, এ ভাবনা তাঁরই অবদান। ট্রেড ইউনিয়নগত চিন্তা ভাবনার জগতে এই নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি। জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের আধুনিক ও সংকটপর্বে এই দিকটি যে গভীর চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে, তা স্বীকার করতেই হবে। এ কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কানোরিয়া জুটমিলের সাম্প্রতিক সাড়া জাগানো আন্দোলন, মালিকের বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই অপূর্ব সাফল্যের সাথে যে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে, এক সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক লড়াই একই সাথে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনের দিকেও চালিত হতে শুরু করেছে তা নিয়োগী লাইনেরই ফসল।

নিয়োগীর দ্বিতীয় বিরাট অবদান হ'ল—লাখো শ্রমিককে মদ খাওয়ার কু-অভ্যাস ছাড়ানো। মদ—উপজাতি (tribe)দের জীবনের এক আবহমান বাস্তবতা; ব্যাপক শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী। এই মদ-খাওয়া অভ্যাসের ফলে মদের ব্যবসায়ী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের পকেটে জমা হয় শ্রমিকদের কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা; স্ত্রী সন্তানদের উপর অত্যাচার বহু শ্রমিক-পরিবারের দৈনন্দিন ঘটনা; শ্রমিককে পরিণত করা হয় স্বাভাবিক বুদ্ধি-চেতনালুপ্ত এক অসামাজিক জীবে। এদেশের কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী শ্রমিক-নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে কখনও গভীরভাবে মাথা ঘামিয়েছেন বলে জানি না। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে দু'চারজন শ্রমিককে

কেউ কেউ নিশ্চয়ই মদের কু-অভ্যাস ছাড়াতে সক্ষম হয়েছেন ; কিন্তু এটাকে একটা শ্রমিক আন্দোলনের বিজয় হিসাবে ভাবতে পারেননি। (বরং, 'ডি-ক্লাস্ড্' হবার, 'শ্রমিক' হবার তাগিদে মদ খাওয়া শুরু করে শেষ পর্যন্ত মদাসক্তে, মোদো-মাতালে পরিণত হয়েছে—এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম নয় !) নিয়োগী এই মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনকে এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন ; এই লক্ষ্যে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনকে শোষণবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী নারীর ;—স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে স্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন এই উদ্বেলিত নারী শ্রমিকরা। ছত্তিশগড়ের মাটিতে এই লড়াকু নারী শ্রমিক-বাহিনী আজ যথার্থই এক গর্বের বিষয়। শ্রমিকদের সামাজিকভাবে অধঃপতিত করার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র শত শত মদ বিক্রীর দোকানকে নিজেদের উদ্যোগেই গুঁড়িয়ে দিয়েছেন দল্লী-রাজহারার শ্রমিক।

(৪)

সীমাবদ্ধ

অসংখ্য উজ্জ্বলগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে ঘোষণা করলেও, তাঁর কোনও কোনও কাজ কার্যত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিকনীতির বিরোধিতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল কি না—ঐ বিতর্ককে এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

অতি সংক্ষেপে হলেও দুটি বিষয়ের উল্লেখ না-করলে বোধহয় একদেশদর্শিতার দায় বহন করতে হবে।

প্রথমত, জাতিগত প্রশ্ন। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিয়োগী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যে মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষক স্তালিনকে উদ্ধৃত করতেন, তাঁর শিক্ষার আলোকেই নিয়োগীর মূল অবস্থানকে দেখা যেতে পারে। একটি জাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্তালিন বলেছিলেন—"A nation is a his prically constituted, stable community of people, formed on the basis of a common language, territory, economic life, and psychological make-up manifasted in a common culture-" (Marxism And The Natjonal Question) মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে এখনও পর্যন্ত এই সংজ্ঞাটিই শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্তালিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—"a common language is one of the characteristic features of a natio ." (ঐ) কিন্তু নিয়োগী "ছত্তিশগড়ী" মানুষদের সম্পর্কে বলছেন—"এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তারা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে (community) পরিণত হয়েছে" ('ছত্তিশগড় ও জাতি সমস্যা' / সংঘর্ষ ও নির্মাণ) ; "ছত্তিশগড়ী মানুষ একটি জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। যদিও তা এখনও প্রাথমিক স্তরের" লক্ষ্যণীয়, যেখানে এক ভাষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। নিয়োগীর ভাষায় "The languages and dialects spoken in Chattisgarh are mainly Chattis-ga hi, Halbi Gondi, and Oraon," (Chattis-garh And National Question). এছাড়াও "common territory" কিম্বা "common p ychologie-l make-up"-এর দিকগুলিও নিয়োগীর লেখাতেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এমনকি, স্ব-বিরোধিতার প্রশ্ন ওঠারও অবকাশ আছে। অথচ, এমন এক অস্পষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা করেছেন—"এখানকার জাতিগত আন্দোলন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের লক্ষ্যে বিকশিত হবে"। (সংঘর্ষ ও নির্মাণ) বলছেন—"একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিগত বিকাশের জন্য ছত্তিশগড়ী মানুষকে অবশ্যই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে হবে।" (ঐ) বিস্তৃত আলোচনায় না গেলেও ঐকথা উল্লেখ করতেই হয় যে, নিয়োগী ছত্তিশগড় অঞ্চলে "struggle for the righ of national group to govern itself"-এর কথা বলেছেন ; কিন্তু লেনিনের সেই ঐতিহাসিক সাবধানবাণীর প্রতিধ্বনি তাঁর লেখার কোথাও নেই যে —"The various demands of democracy,

সম্ভাবনার সম্পর্কেও কিছু বলা হলনা। লিনপিয়াও কবে থেকে মাও সে তুঙের বিরুদ্ধে গেলেন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য প্রয়োজন।

৪) বন্ধু জয়ন্ত বসু : গ্রামসী, রোজা লুক্সেমবার্গ, লুকার্স ইত্যাদির চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমাদের পড়াশুনা দরকার। মাও সে তুঙ এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আরো আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

৫) বন্ধু রমা চট্টোপাধ্যায় : ক) সংঘর্ষ নির্মাণ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাযুষ্য কোথায় ?

খ) আইডিয়া এবং ম্যাটার এর দ্বন্দ্ব। ম্যাটারই চিন্তার উৎস।

গ) সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম দিক।

প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক বটব্যাল বলেন :

আজকের আলোচ্য বিষয় সংঘর্ষ-নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বিপ্লব সশস্ত্র কি সশস্ত্র নয় বা অন্যান্য বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা আজকের আলোচ্য বিষয়ে ছিলনা।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরো আলোচনা অনুষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হচ্ছে

'কলকাতা বই মেলায়'

কবি সমীর রায় স্মারক গ্রন্থ

গ্রাহক-পত্র সংগ্রহ করুন

অগ্রিম গ্রাহক হতে হলে কুড়ি টাকা জমা দিলে সংকলনটি পাবেন

কবি সমীর রায় স্মারক গ্রন্থ সংকলন কমিটি

১৮, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চা :

(৬ পাতার পর)

পতাকা রয়েছে লাল-সবুজই, তবে পতাকার মাঝে প্রজ্বলিত মশাল, নিয়োগীর আদর্শের মশাল।

সেপ্টেম্বর মাস নিয়োগীর জন্ম এবং শহীদ হওয়ার মাস। ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম দিবসে ছ মু মো (নি) শহীদ শংকর গুহ নিয়োগী 'স্মারক ভবন' শুরু করছে। স্মারক ভবন একাধারে ছ মু মো (নি)-র মুখ্য কার্যালয়, শহীদ নিয়োগী ওলাল-সবুজ পতকোর আন্দোলনের উপর তথ্যকেন্দ্র এবং পাঠাগার হিসাবে কাজ করবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর শহীদ দিবসে ভিলাই-এ ব্যাপক জন সমাজের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, ভারতব্যাপী ছ মু মোর অনেক সহযোগী সংগঠনই এ কার্যক্রমে অংশ নেবেন আশা করা হচ্ছে।

শ্রমিক আন্দোলনের ভাঁটার পর্যায়ে আশার এক কিরণ ছিল ছত্রিশগড় মুক্তি মোর্চার আন্দোলন। মুক্তি মোর্চার ভাঙ্গন তাই ভারতের সমস্ত মেহনতী মানুষের কাছে এক দুঃখজনক ঘটনা। তবু আজ ও প্রয়াস চলছে ছত্তিশ গড়ের মাটিতে নিয়োগীর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার, তাঁর শুরু করা আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এ প্রয়াসে ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমীও গণতান্ত্রিক মানুষের সহায়তা চান ছত্তিশগড়ের মেহনতী জনতা।

—ডঃ পুণ্যব্রত গুণ